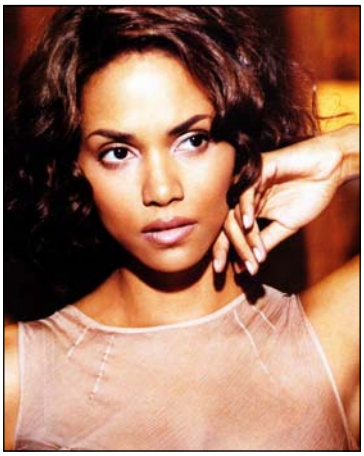

হ্যালি বেরি

এক কৃষ্ণ সুন্দরীর গল্প

wj‡L‡Qb **কনিকা বিশ্বাস**

উজ্জ্বল সাদা ত্বক, সোনালি চুল, গাঢ় নীল চোখ- হলিউডের সেক্স বম্বশেল নায়িকাদের এক ও অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু যে কেউই সর্বশেষ বন্ড মুভি 'ডাই অ্যানাদার ডে'তে হ্যালি বেরিকে একবার দেখবেন, তাকে উপরের সংজ্ঞা ভুলে যেতে হবে। পর্দায় হ্যালির কালো শরীরে কমলা রঙের ছোট বিকিনি, কোমরে গোঁজা ধারালো ছুরি নিয়ে আবির্ভাব, সো কল্ড ব্লন্ড সুন্দরীদেরও লজ্জায় ফেলে দিয়েছে। ৩৯ বছর বয়সেও ২৬ বছরের তরুণীর সতেজ ত্বক ও টানটান ফিগারের সঙ্গে বড় বড় দুঃখী একজোড়া কালো চোখ। পৃথিবী বিখ্যাত বড় বড় ম্যাগাজিনগুলো কভার পেজে এই আফ্রো-আফেরিকাস অভিনেত্রীর আরেক নাম 'রিয়াল ওম্যান'। বছরের পর বছরে আমেরিকার কালো মেয়েদের সৌন্দর্যকে সে দেশে চরম অবমাননা করা হয়েছে। হ্যালি বেরির ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা নিখুঁত শরীরি অবকাঠামো ও আবেদনময়ী ব্যক্তিত্ব দিয়ে সেই অপমানকে জয় করেছেন। কালো চামড়া, সুন্দর অভিনয় এবং পকেটে অস্কার এই তিন সম্পদ নিয়ে 007 খ্যাত সুপারএজেন্ট জেমস বন্ডের জন্য একজন চমৎকার জুটি হয়েছেন 'ডাই অ্যানাদার ডে' ছবিতে।

হ্যালি বেরির জন্ম ১৪ আগস্ট ১৯৬৬ সালে ওহাইয়ো, ক্লিভল্যান্ড শহরে। তার পুরো নাম মারিয়া বেরি হ্যালি। তিনি ও তার বড় বোন হাইডি বেরি শ্বেতাঙ্গ মা জুডিথ বেরির কাছে মানুষ হন। কারণ হ্যালির ৪ বছর বয়সে বিয়েপাগল মাতাল বাবা তাদের ছেড়ে চলে যান।

সেই সময়ে সিঙ্গেল প্যারেন্ট হিসেবে সংসার চালানো খুবই কঠিন ছিল। এজন্য হ্যালির ক্যাথলিক মা তাদের দু'বোনকে ক্লিভল্যান্ডের শহরতলীতে নিয়ে যায়। পুরো এলাকাটি শ্বেতাঙ্গ অধ্যুষিত হওয়ায় কালো হ্যালি ও তার বোনকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। দশ বছর বয়সে তার বাবা আবারও তার জীবনে ফিরে আসেন। তখন দেখেছেন মা ও বড় বোনকে তার হাতে মার খেতে। হ্যালির জীবন ছোটবেলা থেকেই অশান্ত ছিল। তাই তখন থেকেই সব রকমের খারাপ পরিস্থিতিতে নিজেকে ভালো মেয়ে হিসেবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন। যা তাকে পরবর্তীতে তার সফলতায় বিরাট অবদান রেখেছে।

হ্যালি বেরি কখনই তার কালো ত্বককে প্রতিবেশীর ঘৃণার বিষয়বস্তু হতে দিতে চাননি। সে জন্যই স্কুলেই একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও হ্যালি ছিলেন ক্লাস প্রেসিডেন্ট, অনার সোসাইটি মেম্বার, স্কুল ম্যাগাজিনের সম্পাদিকা এবং খেলার মাঠে চিয়ার লিডারদের প্রধান। এরপর অবাক হবার কোন অবকাশই থাকে না যে, হ্যালি বেরি সেই স্কুলের প্রথম কুইন।

১৯৮৩ সাল। হ্যালির ১৭ বছরের জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বছর। এ সময় বয়ফ্রেন্ড তার অজান্তে মিস টিন ওহাইয়ো সুন্দরী প্রতিযোগিতায় নাম দিয়ে দেন। এ ক্ষেত্রেও কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। তিনি সেরা সুন্দরীর মুকুট অর্জন করেন। এটাই হ্যালির জীবনের শেষ প্রতিযোগিতা ছিল না। একের পর এক হাই প্রোফাইল সুন্দরী প্রতিযোগীতাগুলো জিতে পুরো আমেরিকাকে অবাক করে দিতে থাকেন কালো মানুষটি। পরবর্তী তিন বছরে তিনি মিস টিন অল আমেরিকা, মিস ইউএসএ এবং মিস ওয়ার্ল্ডে অংশগ্রহণ করেন।

চলচ্চিত্রে পদার্পণ : দুর্ভাগ্যবশত বেরি তার পড়াশোনা শেষ করতে পারেননি। ১৯ বছর বয়সে যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, সেই প্রেমিক চলে গেলে গতিপথ পাল্টানোর সিদ্ধান্ত নেন। হ্যালি পড়াশোনা বাদ দিয়ে রূপালী পর্দায় নতুন লড়াই শুরু করেন। বয়ফ্রেন্ড হারানোর ঘটনাকে তিনি জীবনের টার্নিং পয়েন্ট মনে করেন। অনেক বছর পর স্বীকার করেন ঐ লোককে বিয়ে করলে তিনি কখনই আজকের 'হ্যালি বেরি হতে পারতেন না। তিনি ক্লিভল্যান্ড ছেড়ে অভিনয় ও মডেলিংয়ে পড়াশোনা করার জন্য শিকাগো চলে আসেন। এখানে তিনি একটি সোপ অপেরা ও বিখ্যাত চার্লিস অ্যানজেলে অভিনয়ের জন্য অডিশন দেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাকে ব্যর্থ হতে হয়। এরপর হ্যালি নতুন করে শুরু করার জন্য নিউইয়র্কে আসেন। এখানে দেখা হয় হ্যালি বেরির পিতৃতুল্য ম্যানেজার সিরিনসিয়নের সঙ্গে। এই ভদ্রলোকের সহায়তায়ই ধীরে ধীরে হ্যালি একজন কালো অভিনেত্রী হিসেবে হলিউডের দিকে আগাতে শুরু করেন। হ্যালির প্রথম প্রচারিত টিভি সিরিজ লাভিং ডলস) এ সুযোগ আসে নিউইয়র্কে আসার তিন মাসের মাথায়। কিন্তু কোনো কারণে সিরিজটি বন্ধ হয়ে যায়। যা হ্যালিকে আরও মরিয়া করে তোলে।

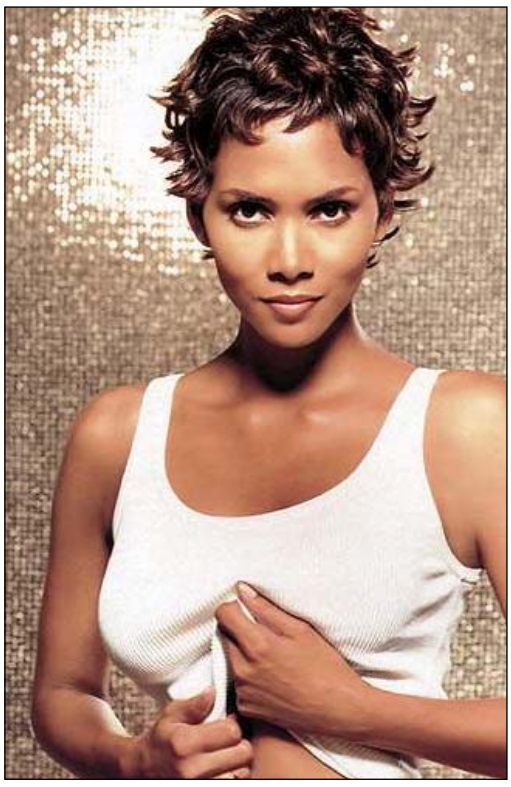

১৯৯১ সালে স্পাইস লি নামক একজন পরিচালক তাকে প্রথম ব্রেক

দেন 'জাঙ্গল ফিভার ' ছবিতে মাদকাসক্ত মানসিক অসুস্থ একজন মহিলার রোল দিয়ে। এ ছবিতে তার বিপরীতে ছিলেন আরেক বিখ্যাত কৃষ্ণাঙ্গ অভিনেতা সামুয়েল এল জ্যাকসন। এই ছবিতে সফলতার ব্যাপারে হ্যালি এতই মরিয়া ছিলেন যে, তিনি সত্যিকার মাদকাসক্তদের ইন্টারভিউ নিয়েছেন। সেই সঙ্গে প্রায় ১০ দিন গোসলের ধারে কাছে ও যাননি। জাঙ্গল ফিভার বর্ণবৈষম্যমূলক ছবি ছিল। এরপর হ্যালিকে আবারও ফিরে আসতে হয় ছোট পর্দায়, যেখানে একটি জনপ্রিয় সোপ অপেরায় অভিনয় করেন। ততোদিনে হ্যালি বড় পর্দার অভিনেত্রী হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৯১ সালে 'দ্য লাস্ট বয় স্কাউট' যেখানে ডেমন ওয়েনসের সুন্দরী গার্লফ্রেন্ডের ভূমিকায় তাকে দেখা যায়। এ ছবিতে আরেক সুপারস্টার উইলিসও ছিলেন। ১৯৯২ সালে তিনি আমেরিকার 'ম্যান অব কমেডি' খ্যাত কৃষ্ণাঙ্গ অভিনেতা 'এডি মারফি'র বিপরীতে বুমেরাং ছবিতে আবার সাড়া ফেলে দেন।

হ্যালির সফলতা

- ২০০৪ সালের জরিপ অনুযায়ী হ্যালি বর্তমানে সবচেয়ে হাইরেটেড কৃষ্ণঙ্গ অভিনেত্রী
- ২০০৪ সালে শ্রেষ্ঠ ১০০ জন যৌন আবেদনময়ী মহিলাদের একজন
- প্রথম মিলিয়ন ডলার রেট ধারণ করে এক্সিকিউটিভ ডিসিশন
- ২০০২ সালে বেস্ট একাডেমী অ্যাওয়ার্ড ও অস্কার
- ২০০২ সালে শ্রেষ্ঠ ব্যবসাসফল ছবি ডাই অ্যানাডার ডে
- প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা যিনি একাডেমী অ্যাওয়ার্ড পান
- চতুর্থ মার্কিন অভিনেত্রী একই সঙ্গে যাকে শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে খারাপ অভিনয়ের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয়।

বুমেরাং-এর পরপরই হ্যালি সিদ্ধান্ত নেন অপেক্ষাকৃত কিছু হালকা চরিত্রে অভিনয়ের জন্য। ১৯৯৪ সালে 'দ্য ফ্লিন্টস্টোনস' এই ধরনেরই সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু ১৯৯৫ সালে 'লোসিং ইসাইয়াহ্' তাকে আবার অনেক ওপর আকাশের তারকায় রূপ দেয়। এখানে একজন অশিক্ষিত মা তার বাচ্চাকে গারবেজে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার ঘটনা খুব বাস্তবভাবে দেখানো হয়। এর পরপরই আবার হ্যালি বেরি 'স্পিড'-এর মতো ছবির সুযোগ হাতছাড়া করেন যা সান্ড্রা বুলককে তার পুরো কেরিয়ার গুছিয়ে দিয়েছে। তবে এরপর হ্যালি কখনই আগের ভুল করেননি। ১৯৯৬-এ অক্সিকিউটিভ ডিসিশন, রেস দ্য সান, ১৯৯৭-এ বিএপিএস, ১৯৯৮ সালে বুলওয়ার্স এবং ইনট্রোডিউসিং ডরোথি ড্যাশড্রিজ প্রমাণ করে তিনি কতটা ব্যস্ত অভিনেত্রী ছিলেন। উপরন্তু শেষ ছবিতে একজন মেধাবী কৃষ্ণাঙ্গ মহিলাকে চিত্রিত করে তিনি একই সঙ্গে গোল্ডেন গ্লোব ও অ্যামি অ্যাওয়ার্ড জেতেন। ২০০০ সালে হ্যালি সরাসরি ফিল্মে অভিনয় না করে একটু ব্যতিক্রমী মাধ্যমে কাজ করেন। এ বছর তিনি বিখ্যাত x-men কার্টুনের লাইভ ফিল্ম সংস্করণে অভিনয় করেন। তবে ২০০০ সালটি হ্যালি বেরির জন্য একটু ঝামেলার বছর ছিল। এ বছর প্রায়ই খবরের শিরোনাম হয়েছেন আপত্তিকর কাজের জন্য। তিনি গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রায় ২০০ ঘন্টা কমিউনিটি সার্ভিস করার সাজা পেয়েছেন। আবার ৫০০,০০০ডলার বোনাস দিতে হয়েছে ২০০১ সালে উফিশে তার নগ্ন বক্ষ প্রদর্শনের শাস্তিস্বরূপ।

২০০২ সালে হ্যালি আবার তার আগের জনপ্রিয় স্থানে ফিরে আসেন। এ বছর এক মৃত কয়েদির বিধবা পত্নীর চরিত্রের জন্য 'মনস্টার বল' ছবিতে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার অস্কার পান। এই ছবিটি ছিল একসঙ্গে সমালোচিত ও প্রশংসিত। 'মনস্টার বল'-এ তিনি একই সঙ্গে SAG অ্যাওয়ার্ড এবং ইতিহাসে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ অভিনেত্রী হিসেবে বেস্ট অ্যাকট্রেস অ্যাকাডেমী অ্যাওয়ার্ড পান। যা তাকে হলিউডের এলিট লিস্টে স্থান করে দেয়। তবে হ্যালি কখনই নিজেকে কোনো ক্যাটাগরিতে আটকে রাখতে চাননি। তার ইচ্ছাই প্রকাশিত হয় ডাই অ্যানদার ডে ছবিটিতে যা এখন পর্যন্ত জেমস বন্ডের সেরা ব্যবসাসফল ছবির একটি। ২০০৪ সালে হ্যালি বেরি আবারও পর্দায় আসেন 'ক্যাটওম্যান' ছবি নিয়ে। তবে এটি তাকে 'মনস্টার বল'-এর বিপরীত জায়গায় এনে দাঁড় করায়। এখানে তাকে রাজ্জি অ্যাওয়ার্ড দেয়া হয় সবচেয়ে বাজে অভিনয়ের জন্য। হ্যালি হচ্ছেন চতুর্থতম অভিনেত্রী যিনি একাডেমী অ্যাওয়ার্ড এবং রাজ্জি অ্যাওয়ার্ড একই সঙ্গে পেয়েছেন।

হ্যালির পুরুষেরা : হ্যালির জীবনে অদ্ভুতভাবে কোনো পুরুষের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক হতে পারেনি। বাবা থেকে স্বামী পর্যন্ত । তিনি সব সময়ই এমন একজন পুরুষ খুঁজেছেন যার ভেতর পাওয়া যাবে একজন ভালো বাবাকে। পর্দায় চরম সফল এই মহিলাকে বারবার ব্যর্থ হতে হয়েছে। হ্যালি প্রথমবারেই জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নেন বেসবল খেলোয়াড় জাস্টিসকে। যার জন্য হ্যালিকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করতে হয়েছে, তার নির্বাচন ছিল ভুল। মাত্র ৪ বছরের বিবাহিত জীবনে তিনি শারীরিক ও মানসিক দুভাবেই কষ্ট পেয়েছেন। তারপর ২০০১ সালের ২৪ জানুয়ারি আবারও বিয়ের পিঁড়িতে বসেন R&B গায়ক এরিক বেনেটকে বিয়ে করতে। যাকে প্রথম মনে হয়েছিল, একজন দয়ালু সংবেদনশীল ও ভালো মানুষ হিসেবে। কিন্তু তার সঙ্গেও ২০০৫ সালে জানুয়ারিতে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। তবে এই এরিক বেনেটের আগের পক্ষের মেয়ে 'ইন্ডিয়া'কে হ্যালি দত্তক নিয়েছেন। ডায়েবেটিকে আক্রান্ত বেরির জীবনে এখন 'ইন্ডিয়ই' সব।

হ্যালির জীবনে দুঃখজনক সম্পর্কগুলো সব সময়ই তাকে ভুলের দিকে ঠেলে দিয়েছে। সুইসাইড অ্যাটেম্পট, গাড়ি দুর্ঘটনা কিংবা মাঝে মধ্যে পর্দায় অহেতুক নগ্নতা তার মানসিক অস্থিরতার চিহ্ন। এ ব্যাপারটিই তিনি সবার সামনে পরিষ্কার করে দেন আবেগময় অস্কার বিজয়ের মুহূর্তে।

আনন্দঘন আবরণের মধ্য দিয়েও তাকে মনে হচ্ছিল এক বিষাদময় নারী হিসেবে। কারণ তার জন্য অস্কার জয়ই সব লড়াইয়ের শেষ বলে মনে করার কোন কারণ ছিল না। তিনি সব সময়ই এমন রোল করতে চেয়েছিলেন যেখানে কালো মেয়েদের সংগ্রাম করে জয়ের কাহিনী থাকবে।

অস্কার জয় তাকে সেই সুযোগ দিয়েছে। হ্যালি নিজেকে উইল স্মিথ, ডেনজেল বা সাম্যুয়েল জ্যাকসনের জায়গায় দেখতে চেয়েছেন। যারা শুধু কালো অভিনেতা নয়, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। এজন্যই হ্যালি বেরি শেষ পর্যন্ত বন্ড ছবির নায়িকা হয়েছেন। হলিউডের কোনো হাই প্রোফাইল নায়িকা এই ছবিতে অভিনয় করতে পারাকে কোনো অর্জন মনে করতে চাইবেন না। কিন্তু হ্যালি নিঃশঙ্কচিত্তে 'গ্লোবাল সেক্স অ্যাপিলকে' অনুভব করতে চেয়েছেন। নিজেকে কোনো ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত করাটাকে তিনি বোকা মনে করেন। তার কাছে 'ডাই অ্যানাদার ডে'র জিনক্স কে খুবই জীবিত একটি মানবী মনে হয়েছ যে খুব সহজেই হ্যালি বেরিকে সারা দুনিয়ায় পরিচিত করাতে পারে। তিনি প্রমাণ করেছেন শুধু বিউটি কুইন নন, চাইলেই জেমস বন্ডের সুযোগ্য নারী সংস্করণ হতে পারেন। তার উদ্দেশ্য তিনি এত ভালোভাবে পূরণ করেছেন যে, সুপার এজেন্ট 007 জেমস বন্ড পিয়ার্স ব্রসনান নিজে স্বীকার করেছেন যে, শেষ পর্যন্ত তিনি এমন একজন মহিলা পেয়েছেন যে তার বিছানায় ও লড়াইয়ে দু'জায়গায়ই সমকক্ষ।

লন্ডনে ডাই অ্যানাদার ডে'র শুটিং চলাকালীন যখন হ্যালির কাছে অস্কার পাওয়ার খবর আসে, তখন তিনি নিজেকে পূর্বসূরি ক্যারমেন জোনসের সঙ্গে তুলনা করেন। তবে কালো মেয়ে ক্যারমেন জোনসের মেধা নিয়ে হলিউড কি করবে বুঝতে পারেনি। তার ভাগ্য আরো অনেক বেশি সুপ্রসন্ন। যখন পিয়ার্স ব্রসনেন বলেন, ঐ মহিলার জন্য তার আলাদা শ্রদ্ধা, সম্মান ও গুরুত্ব রয়েছে। হ্যালি নিজেও জানেন সে কথা। তাই তিনি নিজেকে নিতে চান স্পাইক লির জায়গায়। যেন তিনি সব কালো মানুষকে তার উচ্চতায় পৌঁছাতে পারেন।